ক্যালের কণ্ঠ

তারিখ 02 MAR 2014
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

ক্যাম্পাস খুলে দিতে 'বাধা' সান্ধ্য কোর্স!

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক, রাজশাহী ▶

সান্ধ্য মাস্টার্স কোর্স এ বর্ধিত ফি বাতিলের আন্দোলনকে কেন্দ্র করে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (রাবি) গত ৩ ফেব্রুয়ারি থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ রয়েছে। বিরাজমান এ পরিস্থিতি নিয়ে গত বুধবার ও বৃহস্পতিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, উপ-উপাচার্যসহ প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্তাব্যক্তিদের সঙ্গে আন্দোলনকারীদের বৈঠক হয়েছে। দুই দিনে প্রায় পাঁচ ঘণ্টাব্যাপী চলা বৈঠকে দ্রুত ক্যাম্পাস খোলার বিষয়ে ঐকমত্যে পৌঁছালেও সান্ধ্য কোর্সের বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্তে আসা যায়নি।

এদিকে গতকাল শুক্রবার বিকেলে বৈঠকের বিষয়ে বিস্তারিত জানাতে বর্ধিত ফি ও বাণিজ্যিক সান্ধ্য কোর্সবিরোধী শিক্ষক-শিক্ষার্থীবৃন্দের ব্যানারে রাজশাহী নগরীর মিয়াপাড়া সাধারণ গ্রন্থাগারে সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। এতে লিখিত বক্তব্যে সমাজকর্ম বিভাগের শিক্ষার্থী গোলাম মোস্তফা বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকার কারণে সামগ্রিকভাবে শিক্ষার পরিবেশ বিঘ্নিত হচ্ছে। এমতাবস্থায় শিক্ষার স্বাভাবিক কার্যক্রম অব্যাহত রাখতেই প্রশাসনের সঙ্গে দুই দিনব্যাপী আলোচনা হয়। আলোচনায় শিক্ষক-ছাত্র সম্পর্ক উন্নয়নে পরিবেশ পরিষদ গঠন করে বিশ্ববিদ্যালয়ের গণতান্ত্রিক পরিবেশ নিশ্চিতের জন্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে আহ্বান জানানো হয়। কিন্তু আন্দোলনকারীদের মূল দাবি, সান্ধ্য কোর্স চালুর ব্যাপারে প্রশাসন আগের অবস্থানে অনড় থাকে।

গোলাম মোস্তফা বলেন, বৈঠকে বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেওয়ার স্বার্থে সদ্য শুরু হওয়া সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদে সান্ধ্য কোর্স স্থগিত করে এবং চলমান আইন ও ব্যবসায় অনুষদে ভর্তি না নিয়ে যুক্ত আলোচনা ও বিতর্কের মাধ্যমে প্রস্তাব পেশ করা হয়। কিন্তু সান্ধ্য কোর্স বিষয়ে কোনো ঐকমত্যে পৌঁছাতে না পারায় সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব হয়নি। সংবাদ সম্মেলন থেকে ক্যাম্পাস খুলে দেওয়া ও আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের নামে দায়ের করা মামলা প্রত্যাহারের দাবি জানিয়ে বলা হয়, ক্যাম্পাস খোলার বিষয়ে যে সংকট তৈরি হয়েছে তার দায়ভার বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের। ক্যাম্পাস খুলে দেওয়ার বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়, সংবাদ সম্মেলনে। ক্যাম্পাস খুলে দেওয়া হলে আন্দোলনকারীদের ভূমিকা কী হবে—এ প্রশ্নের জবাবে সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখার স্বার্থে শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া হবে। সংবাদ সম্মেলনে আরো উপস্থিত ছিলেন পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের আয়তুল্লাহ খোমেনি, ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগের সোহরাব হোসেন, পরিসংখ্যান বিভাগের ইকবাল কবির, মার্কেটিং বিভাগের সাবু সরদার, সমাজকর্ম বিভাগের উৎসব মোসাদ্দেক প্রমুখ।

এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক মুহম্মদ মিজানউদ্দিন বলেন, 'অনেক বিষয় নিয়েই আন্দোলনকারীদের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। কিছু বিষয়ে ঐকমত্যে পৌঁছা সম্ভব হয়েছে, কিছু বিষয়ে হয়নি। আমরা চেষ্টা করছি যত দ্রুত সম্ভব ক্যাম্পাস খুলে দেওয়ার। যেসব বিষয় নিয়ে ঐকমত্যে পৌঁছা সম্ভব হয়নি, সেগুলো নিয়ে আলোচনা অব্যাহত থাকবে।' সান্ধ্য কোর্সের বিষয়ে সিদ্ধান্তে না পৌঁছার বিষয়ে তিনি বলেন, 'এটি আমার একার বিষয় নয়। একাডেমিক কাউন্সিল, সিন্ডিকেটের মাধ্যমে সবার সঙ্গে আলোচনা করে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।'

প্রসঙ্গত, বর্ধিত ফি প্রত্যাহার ও সান্ধ্য কোর্স বাতিলের দাবিতে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ওপর গত ২ ফেব্রুয়ারি হামলা চালায় ছাত্রলীগ ও পুলিশ। দফায় দফায় ওই হামলায় বেশ কয়েকজন রাবার বুলেট বিদ্ধসহ অন্তত অর্ধশতাধিক শিক্ষার্থী আহত হয়। ঘটনার পরের দিন সকাল ৮টা থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করা হয়।